

সুনান আবু দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নম্বরঃ ২৩৮

১/ পবিত্রতা অর্জন (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৯৭. যে পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করা যায়

باب فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزَى فِي الْغُسْلِ

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرْقُ - مِنْ الْجَنَابَةِ .

- صحيح : ق

বাংলা

২৩৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ফারাক পরিমান পানি সংকুলান হয় এমন একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন।[1]

সহীহ : বুখারী ও মুসলিম।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرْقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرْقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بَرَطْلَنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى . قِيلَ الصَّيْحَانِيُّ نَقِيلُ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ أَطِيبٌ . قَالَ لَا أَدْرِي .

- صحيح

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, যুহরী থেকে মা'মার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছেঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জনে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। ঐ পাত্রে এক ফারাক পানি ধরত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে বলতে

শুনেছি, 'এক ফারাক হলো, ষোল রতল।' আমি তাকে এটাও বলতে শুনেছি, 'ইবনু আবু যি'ব এর মতেঃ এক সা' হচ্ছে পাঁচ রতল এবং এক রতলের এক তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রতল বলেছেন তা সুরক্ষিত (মাহফূয) নয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাদের রতলের পাঁচ রতল এবং এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করল, সে পূর্ণ ফিতরা দিল। লোকজন বলল, সায়হানী (মদীনার এক প্রকার খেজুর) তো (ওজনে) ভারী হয়। তিনি বললেন, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, আমার তা জানা নেই।

সহীহ।

English

'Aishah said:

The Messenger of Allah (May peace be upon him) used to take bath with from a vessel (which contained seven to eight seers, i.e., fifteen to sixteen pounds) because of sexual intercourse.

Abu Dawud said: The version narrated by Mu'ammar on the authority of al-Zuhri has: She ('A'ishah) said: I and the Messenger of Allah (May peace be upon him) took a bath from a vessel which was equal to al-faraq in measurement (i.e., containing water about seven or eight seers).

Abu Dawud said: Ibn 'Uyainah also narrated like the version of Malik.

Abu Dawud said; I heard Ahmad b. Hanbal say: Al-Faraq contains sixteen rotls (of water). I also heard him say: The sa' of of Ibn Abi Dhi'b contained 5 rotls (of water). The view that a sa' contains eight rotls (of water) is not safe.

Abu Dawud said: I heard Ahmad (b. Hanbal) say: Whoever gave 5 1/3 rotls (measuring) with our rotl alms of fitr (sadaqat al-fitr), he gave in full, Thereupon he was questioned: Are the dates called al-saihani heavier (can one sa' of them be given as alms of fitr)? He replied: The dates called al-saihani are good. But I do not know (whether water is heavier or the dates).

ফুটনোট

[1] বুখারী (অধ্যায়ঃ গোসল, অনুঃ স্বীয় স্ত্রীর সাথে স্বামীর গোসল করা, হাঃ ২৫০), মুসলিম (অধ্যায়ঃ হায়িয, অনুঃ যে পরিমাণ পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করা যায়) ইবনু শিহাব সূত্রে।

-

হাদীস থেকে শিক্ষাঃ

অপচয়রোধ ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিমিত পানি ব্যবহারের সুন্নাত অনুসরণার্থে গোসলের সময় প্রয়োজনের বেশি পানি ব্যবহার করা অনুচিত।

-

গোসল সংক্রান্ত আলোচনাঃ

(ক) গোসলের পরিচিত ও প্রকারঃ গোসলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ধৌত করা। ইসলামী পরিভাষায় ‘পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে (উযু করে) সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলা হয়। গোসল দু’ প্রকারঃ ১. ফরয, ২. মুস্তাহাব। ফরয গোসল ঐ গোসলকে বলা হয়, যা করা অপরিহার্য। আর মুস্তাহাব গোসল বলা হয় ঐ গোসলকে যা করা অপরিহার্য নয়, কিন্তু করলে নেকী আছে।

(খ) ফরয গোসলের পদ্ধতিঃ প্রথমে দু’ হাত কজি পর্যন্ত ধুয়ে অপবিত্রতা পরিষ্কার করবে। তারপর ‘বিসমিল্লাহ’ বলে সালাতের উযুর ন্যায় উযু করবে। এরপর প্রথমে মাথায় পানি ঢেলে চুলের গোড়া খিলাল করে পানি পৌঁছাবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করবে। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

(গ) যেসব কারণে গোসল করা ফরযঃ (১) সহবাস করলে, এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের সাথে একত্র হলেই গোসল করা ফরয (২) স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে (৩) উত্তেজনা বশতঃ বীর্য বের হলে (৪) মহিলাদের হায়য ও নিফাসের রক্ত শাব বন্ধ হলে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

(ঘ) এক নজরে সুন্নাত ও মুস্তাহাব গোসলসমূহঃ

(১) ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা। (তিরমিযী, নাসায়ী)

(২) জুমু‘আহার সালাতের পূর্বে গোসল করা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান কারীর গোসল করা। (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

(৪) হজ অথবা উমরাহর ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা। (দারাকুতনী, হাকিম)

(৫) ‘আরাফার দিন গোসল করা। (সহীহ সনদে বায়হাক্বী, ইরওয়া ১/১৭৭)

(৬) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা। (সহীহ সনদে, বায়হাক্বী, ইরওয়া ১/১৭৭)

(৭) মক্কাহয় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৮) সিঙ্গা লাগালে গোসল করা। (আবু দাউদ)

(৯) একবার স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে গোসল করা। (আবু দাউদ, ২১৯)

(১০) বেঁহুশ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার পর গোসল করা। (সহীহুল বুখারী, ই'লাউস সুনান, আদ-দুররুল মুখতার)

(৬) কতিপয় মাসআলাহঃ

(১) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে পর্দার মধ্যে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

(২) লোকচক্ষুর অগোচরে নির্জন জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যাবে। যেমন, নাবী মূসা ও আইয়ূব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন- (সহীহুল বুখারী, নাসায়ী)। তবে এরূপ অবস্থায়ও পর্দা করা উত্তম।

(৩) প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় বা গোসল খানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়য।

(৪) গোসলের সময় কোনো অঙ্গ আগে ও পিছে ধোয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। তবে পছন্দনীয় মতে, প্রথমে উয়ুর অঙ্গগুলো ধোয়া, তারপর দেহের উপরের অংশ থেকে নীচের দিকে ধোয়া উচিত। (আইনী তুহফা)

(৫) গোসলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় না করা অনুচিত।

(৬) উয়ু সহ গোসল করার পর উয়ু নষ্ট না হলে পুনরায় উয়ু করার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ)

(৭) গোসলের সময় মহিলাদের চুলের খোপা বা বেনী খোলা জরুরী নয়। বরং চুলের গোড়ায় তিনবার তিনকোষে পানি পৌঁছিয়ে সারা শরীরে পানি ঢালবে। (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)

উল্লেখ্য গোসল সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলাহ 'হাদীস থেকে শিক্ষা' শিরোনামে যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী □ বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57556>

📌 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন